আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১১

‘ভূমি ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্র মালিকানায় নারীর অধিকার’

১. ভূমিকা

১৫ অক্টোবর বিশ্বের প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। নারীর উপর চেপে থাকা ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য দুর করা, সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার অংশ হিসেবে নারী ও নারী শিশুর অধিকার রক্ষা করা, পরিবারসহ সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের বাধাগুলোকে দুর করা, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ এবং সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষ সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রতিবছর এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক নয়। প্রতি বছর ৮ মার্চ পালিত হয় আন্তর্জাতিক নারী দিবস, যেখানে নারীর সার্বিক অধিকার ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ নারীদের অধিকারের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবার সামনে তুলে ধরার প্রয়াস হিসেবে পালিত হয় এই আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস। সুতরাং আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস একটি আরেকটির পরিপূরক, বিরোধাত্মক নয়।

গবেষণা, বাস্তবতা ও পরিস্থিতি প্রমাণ করে যে, শহুরে নারীর তুলনায় গ্রামীণ নারী তার অধিকার থেকে আরও বেশি বঞ্চিত। গ্রামীণ নারী মুলত গৃহস্থালী ও কৃষি কাজেই নিজেকে নিয়োজিত রাখেন বেশি। আর তাই কৃষি জমিতে তার অধিকার এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তার অধিকার ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অধিকতর জ্বলন্ত একটি আলোচনার বিষয়। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই এবারের আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘**ভূমি ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্র মালিকানায় নারীর অধিকার**’ ।

২. আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের ইতিহাস

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ৪র্থ নারী সম্মেলনে ১৫ অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে জেনেভা ভিত্তিক একটি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা Women's World Summit Foundation (WWSF) আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসটি পালনের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পালন করে। ১৯৯৭ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন তার দেশে দিবসটি পালনের আহ্বান জানান। একই বছর ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট রামোস এই দিবসটিকে জাতীয় দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। ২০০৭ সালে এসে এই দিবসটি এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করে। জাতিসংঘ ২০০৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ পরিষদের সভায় ১৫ অক্টোবর আন্ত র্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালনের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়। কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দুরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকার প্রতি স্বীকৃতি স্বরূপ সাধারণ পরিষদ তার রেজুলেশন নম্বর ৬২/১৩৬-এর মাধ্যমে দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর পরের বছর, ২০০৮ থেকে জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্রসমূহ এই দিবসটি পালন করে আসছে।

৩. বিভিন্ন সময়ে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে বিশ্বের গ্রামীণ নারীর অবস্থা ও পরিস্থিতির আলোকে একটি প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়, এবং সেই আলোকেই বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এবছর দিবসটির প্রতিপাদ্য হলো: ‘**ভূমি ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্র মালিকানায় নারীর অধিকার**’। এর আগের কয়েকটি প্রতিপাদ্য হলো:

- ২০১০: শিক্ষায় নারী ও কন্যার অধিকার
- ২০০৯: স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রায় নারীর অধিকার
- ২০০৮: উন্নয়নে নারীর অধিকার
- ২০০৭: খাদ্যে নারীর অধিকার
- ২০০৬: নারীর যথযাথ বাসস্থানের অধিকার
- ২০০৫: রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান: নারী অধিকার রক্ষায় আপনার প্রতিশ্রুতি পুরণ করুন।
- ২০০৪: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অধিকার
- ২০০৩: তথ্য প্রযুক্তিতে নারীর অধিকার
- ২০০২: নিরাপদ পানি ও নারীর অধিকার
- ২০০১: ঐতিহ্য ও নারীর অধিকার
- ২০০০: জীববৈচিত্র্য ও নারীর অধিকার
- ১৯৯৯: গ্রামীণ নারীর অবদানের স্বীকৃতি চাই
- ১৯৯৮: সকল গ্রামীণ নারীর জন্য মানবাধিকার

৩. বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) সম্পূর্ণ নিজেদের অর্থায়নে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করে আসছে। জাতীয় উদযাপন কমিটি’র ব্যানারে প্রতিবছর জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে তারা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালন করে থাকেন। ২০০৭ সাল থেকে এর আয়োজনে ব্যাপকতা আসে এবং সেই বছর থেকেই নারী উন্নয়নে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জেলা পর্যায়ে গ্রামীণ নারীদেরকে (নারী মুক্তিযোদ্ধা, দাবি আদায়কারী, ধাত্রী মাতা, রত্নগর্ভা, বীজ সংরক্ষণকারী, অন্যায়ের প্রতিবাদকারী, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি ইত্যাদি) তাদের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান করা শুরু হয়। গত বছর ৫৬টি জেলায় এবং

১৭টি উপজেলায় আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস পালিত হয়েছে। এবছরও দেশের ৬৪টি জেলাতেই এই দিবসটি পালন করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলায় এই দিবসটি পালনে সচেষ্ট রয়েছে এ সংক্রান্ত জেলা কমিটি। জাতীয় পর্যায়েও দিবসটি পালন করা হচ্ছে নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইক্যুইটিবিডি'র সহায়তায় গঠিত জাতীয় কমিটি।

৪. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ গ্রামীণ নারী। প্রায় ৫০০ মিলিয়ন নারী এখনও বাস করে দারিদ্র্য সীমার নিচে। আফ্রিকার সাব-সাহারা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের প্রধান খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ৬০ থেকে ৮০ ভাগই করে থাকে নারীরা, এশিয়ার ধান উৎপাদনের ক্ষেত্রে মোট শ্রম শক্তির ৫০% নারী, শিল্পোন্নত দেশগুলোর কৃষি শ্রমিকের ৩০% নারী, আফ্রিকার কিছু দেশের ৬০% পরিবারের প্রধানই নারী, আফ্রিকার গৃহস্থালীর জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও জ্বালানীর ৬০% যোগান দেয় নারী। অথচ সম্পত্তির মালিকানা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার বা নিয়ন্ত্রণের পরিসংখ্যান খুঁজলে আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া দুষ্কর। বিশ্বব্যাপী ভূমি বা সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীর স্বত্ব বা মালিকানার এই যখন অবস্থা, এমন এক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এবছরের আন্ত র্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবসের প্রতিপাদ্য হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে '**ভূমি ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্র মালিকানায় নারীর অধিকার**'- স্লোগানকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ভূমিতে নারীর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ নারীর জীবনজীবিকার সার্বিক মান বা ধরন তৈরি করে। নারীর জীবিকা নিশ্চিতকরণ, নিরাপত্তা এমনকি নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও ভূমির উপর তার মালিকানার বিকল্প নেই। অনেক বিশেষজ্ঞই আজ একমত পোষণ করে বলেন যে, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ভূমি ও সম্পদে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

ভূমি ও উত্তরাধিকারের বেলায় নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে। অথচ নারী, বিশেষ করে গ্রামীণ নারী, এই অধিকার থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই পরিস্থিতি রীতিমতো আশংকাজনক। এইসব দেশে ভূমির মালিকানা লাভ করা, বা নিজস্ব ভূমির উপর কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কিংবা তার নিয়ন্ত্রণ রক্ষা নারীর জন্য খুবই কঠিন, কখনও কখনও তা অসম্ভবও বটে।

কিছু কিছু দেশে কৃষিকাজের ৭৫% নারী করলেও, সেই কৃষি জমির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামীণ এলাকায় সম্পত্তির উত্তরাধিকারের বিষয়টি বেশ দুর্বল ও সেটি যাচ্ছেতাইভাবে পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে রয়েছে যৌক্তিক আইনের অপ্রতুলতা এবং আইনের যথার্থ ব্যবহারেরও অভাব। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরিবার, সমাজ, প্রশাসন প্রধানত পুরুষতান্ত্রিক। ফলে এখানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়ে পুরুষের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্তই মূল নিয়ামক। এ ধরনের পরিস্থিতি নারীর জন্য চরম হুমকি ও ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা পরিবারের পুরুষ সকল ভূমি বা সম্পত্তি বিক্রি করে দিলে বা নারীটি বিধবা হয়ে গেলে সে আকস্মিকভাবে ভূমিহীনে পরিণত হতে পারে।

দারিদ্র্য দুর করা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, পরিবার ও সমাজের জন্য অধিতকর উন্নত জীবন জীবিকা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। আর ভূমি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর জন্য সমান অধিকার নারীর ক্ষমতায়নের অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

৫. ভূমি ও উত্তরাধিকারে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্ত র্জাতিক বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা:

বিশ্ব নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনায় নারী-পুরুষের বৈষম্য দুর করার জন্য নানা উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন। তাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিভিন্ন সময় স্বাক্ষরিত হয়েছে বিভিন্ন চুক্তি। সম্পত্তি ও ভূমিতে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করতে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক আইন, রীতি ও নীতি রয়েছে। যেমন

৫.১: জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮):

- ধারা ২-তে বলা আছে: গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, শিক্ষা, ভাষা ও রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক উৎপত্তি, জন্ম, সম্পত্তি বা অন্য কোন মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকবে।

- ধারা ১৭.১-তে আছে: প্রত্যেক মানুষই এককভাবে বা অন্যদের সাথে মিলে সম্পত্তির মালিক হতে পারবে এবং

- ধারা ১৭.২: কাউকেই বেআইনিভাবে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

৫.২ নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণ সনদ (CEDAW, 1979):

- ধারা ১৪: গ্রামীণ নারীর উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নে তাদের সম-অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা। গ্রামীণ নারীদের বিশেষ সমস্যাগুলি বিবেচনা করা। তাদের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি দক্ষতা লাভ, দল গঠন, কৃষি ঋণ ও খাস জমি বণ্টন ইত্যাদিতে সমান সুযোগ সুবিধা ও অধিকার লাভ..।

- ধারা ১৫: নারীর আইনগত ও নাগরিক সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের সমতা স্থাপন। চুক্তি সম্পাদন, সম্পত্তি দেখাশুনা, আইন আদালতের আশ্রয় লাভ, বাসস্থান ও স্থায়ী নিবাস

নির্ধারণে, পছন্দ-অপছন্দ, অবাধে চলাফেরা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকার লাভ।

- ধারা ১৬: ... সম্পত্তির মালিকানা, ব্যবস্থাপনা, ভোগ ও বিরোধ নিষ্পত্তিতে নারী-পুরুষের একই অধিকার।

৫.২ বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (১৯৯৫)

প্যারা ৬১ (ক) উত্তরাধিকার ও ভূমির মালিকানা সহ অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর পূর্ণ ও সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.৩ ওয়ার্ল্ড ফুড সামিট প্ল্যান অব এ্যাকশন (১৯৯৬)

লক্ষ্য ১,৪ (খ): সমাজের ঝুঁকিগ্রস্ত ও পিছিয়ে পড়া সদস্যদের প্রতি সকল বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে, বিশেষ করে ভূমি ও অন্যান্য সম্পত্তিতে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে নীতি প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা।

৫.৪ সাব কমিশন অন দি প্রোমোশন এন্ড প্রোটেকশন অব হিউম্যান রাইটস (১৯৯৮)

ভূমি অর্জন ও তার নিরাপত্তা বিধানে নারীর প্রতি বৈষম্য নারীর মানবাধিকার লংঘন।

বিশ্বের প্রায় সবকয়টি দেশই এসব সনদ বা ঘোষণাপত্রের স্বাক্ষরদাতা এবং স্বাক্ষরদাতা দেশ হিসেবে দেশগুলো এসব অধিকারের বিষয়ের ঘোষণা বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাধ্য। কিন্তু বিশ্বজুড়ে নারী অধিকারের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকালে প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার মধ্যে ব্যাপক ফারাক ধরা পড়ে খুব সহজে।

৬. ভূমি ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার সূত্র মালিকানায় নারীর অধিকার ও বাংলাদেশ

৬.১ বাংলাদেশের সংবিধান ও নারী অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধান নারীর অধিকারের প্রতি এক অসাধারণ স্বীকৃতি। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারী-পুরুষে বৈষম্য করার কোনও সুযোগ নেই।

- সংবিধানের **২৭ অনুচ্ছেদে** আছে, ' সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'।

- **২৮ (১) অনুচ্ছেদে** আছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, **নারী-পুরুষভেদে** বা জন্মস্থানের কারণে **কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবে না**'।

- **২৮ (২) অনুচ্ছেদে** আছে, ' রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে **নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন'**।

- **২৮ (৩) অনুচ্ছেদে** আছে, ' কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাবে না'।

- **২৯ (১) অনুচ্ছেদে** আছে, ' প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগের সমতা থাকবে'।

অর্থাৎ সংবিধানের প্রতি পূর্ণরূপে বিশ্বস্ত থাকলে বাংলাদেশের কোনও ক্ষেত্রে নারীর প্রতি কোনও রকম বৈষম্য থাকার বা বৈষম্যমূলক কোনও আচরণ করার সুযোগ নেই। এমনকি, নারী উন্নয়নের স্বার্থে বিশেষ বিবেচনায় কোনও উদ্যোগ নিলেও তা সংবিধান সমর্থন করে, সংবিধানের **২৮(৪) অনুচ্ছেদে** উল্লেখ আছে যে, 'নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যেকোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না'।

বলতে দ্বিধা নেই যে, নারী অধিকারের সুদীর্ঘ আন্দোলন এবং নানা ধরনের অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রমের ফলস্বরূপ বাংলাদেশের নারী অধিকার আদায় এবং নারীর জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রতি বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, নারীর অনুকূলে বিভিন্ন আইন কার্যকর হয়েছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে।

এতকিছুর পরেও নারীর প্রতি সহিংসতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো যায়নি। আর পূরণ হয়নি ভূমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের বিষয়টি।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে ভূমি ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

৬.২ নারী নীতি ও নারী উন্নয়ন

সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা এবং আইন এক জিনিস নয়। তবে যেহেতু কোনও নীতিমালাতে ঐ বিষয়ে সরকারের মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, ফলে পরবর্তীতে সাধারণত এইসব নীতিমালা ধরেই বিভিন্ন আনুষাঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নারী উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সরকার বিভিন্ন নীতিমালা গ্রহণ করেছে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নীতিমালাও যথারীতি পরিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু ভূমি ও উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠেনি। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে ১৯৯৭ সালে গৃহীত নারী উন্নয়ন নীতিতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতার কথা বলা হয়েছিল (৭.২ অনুচ্ছেদ), ২০০১ সাল পর্যন্ত তৎকালীন সরকার পর্যাপ্ত সময় হাতে পেলেও এই নীতি বাস্তবায়িত হয়নি। ২০০৪ সালে খসড়া নারী উন্নয়ন

নীতিমালায় সম্পত্তির উত্তারাধিকারের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষ সমতার কথাটি বাদ দেওয়া হয়।

২০০৮ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালাতেও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতার কথাটি কাঙিক্ষত মাত্রায় উপস্থাপিত হয়নি। বর্তমান নারী নীতির সম্ভবত সবচাইতে আলোচিত ধারা দু'টি হলো:

- ২৩.৫: সম্পদ, কর্মসংস্থান, বাজার ও ব্যবসায় নারীকে সমান সুযোগ ও অংশীদারিত্ব দেয়া
- ২৫.২: উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

এ দু'টি ধারাতে ভূমি বা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের অঙ্গীকারের বিষয়টি অস্পষ্ট। কেননা, সম্পদ বলতে এখানে উত্তরাধিকার বুঝায় না, সকল ধরনের সম্পদই বোঝায়। অন্যদিকে উত্তরাধিকার শব্দটি থাকলেও সেখানে সমানাধিকারের বিষয়টি নেই, আছে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। নারী নীতিমালার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মহলের সংগঠিত আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রে সরকারের পক্ষ থেকে নীতিমালাটির উক্ত দু'টি ধারার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তাতে এভাবেই বলা হয়েছে।

সুতরাং বহুল আলোচিত এই নারী নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়নও কিন্তু সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দুর করতে হয়তো তেমন জোরালো ভূমিকা পালন করতে পারবে না!

৭. আমাদের কর্মসূচি

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস ২০১১ উপলক্ষে গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

৭.১ জাতীয় পর্যায়ে কর্মসূচি:

- ***০২ অক্টোবর ২০১১:*** জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন।
- **১৫ অক্টোবর ২০১১:** প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর সেমিনার।
- **১৬ অক্টোবর ২০১১:** শাহবাগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৭.২ জেলা পর্যায়ে কর্মসূচি

- ***০৮ থেকে ১২ অক্টোবর ২০১১:*** সংবাদ সম্মেলন।
- **১৩ থেকে ১৬ অক্টোবর ২০১১:** গ্রামীণ নারীদের প্রতি অবদানের জন্য সম্মাননা (প্রতি জেলায় ৫জন), প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর আলোচনা সভা-সেমিনার, র‍্যালি, মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি।

৮. আমাদের দাবি

সংবিধানকে সমুন্নত রাখা এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বাক্ষর করা বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী ভূমি ও সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় সরকারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই বাধ্যবাধকতা পূরণে, নারী- পুরুষ বৈষম্য নিরসনে আমরা নিম্নোক্ত দাবিগুলো পেশ করছি:

- নারী অধিকার সংক্রান্ত সাংবিধানিক স্বীকৃতি চাই।
- পরিবার থেকেই নারীর প্রতি যথাযথ অধিকার প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
- সম্পত্তির ব্যাপারে নারীকে বঞ্চিত করার সংস্কৃতির অবসান চাই।
- উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রকৃত ব্যাখ্যার প্রচারণা ও প্রয়োগ চাই।
- ভূমির মালিকানা ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সবার জন্য সমানাধিকার নিশ্চিত করে আইন চাই।
- নারী উন্নয়ন নীতিমালার যৌক্তিক সংস্কার চাই।
- নারীকে তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে সক্ষম শিক্ষা ব্যবস্থা চাই।

৮. উপসংহার:

আইএলও'র হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বর্তমানে কৃষিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৪৩%, অথচ কৃষি ক্ষেত্রে নারীর মালিকানা মাত্র প্রায় ১০% এর মতো। বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এক হিসাব অনুযায়ী, ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির মধ্যে নারীর মালিকানায় আছে ৩২%। কৃষিতে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ থাকা স্বত্তেও এখনও কৃষি বলতে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত একটি ব্যবস্থার কথা ভাবা হয়। ফলে নারীর অবদানের কথাটি আড়ালে চলে যায়।

অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে একমত যে, সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, বিশেষ করে গ্রামীণ নারীর অধিকার পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোনভাবে কোন পরিবারের মায়ের হাতে কিছু অর্থ বা সম্পত্তি এলে সেই পরিবারের শিশুরা সবার আগে উপকৃত হয়। তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, প্রয়োজনীয় খাবারের সংস্থান হয়। ভূমি ও সম্পত্তিতে অধিকার গ্রামীণ নারীকে হাজারো বঞ্চনা-লাঞ্চনা থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করতে পারে। আর এরকম একটি বাস্তবতায় সমাজ ও রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণেই ভূমির মালিকানা ও সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসা উচিৎ।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন জাতীয় কমিটি

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ৯/৪, রোড: ২, শ্যামলী, ১২০৭। ফোন: ৮১২৫১৮১/৮১৫৪৬৭৩, ওয়েব: www.equitybd.org , ফ্যাক্স: ৯১২৯৩৯৫

যোগাযোগ:

মোস্তফা কামাল আকন্দ, *মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, ইমেইল: kamal@coastbd.org*

রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২, *ইমেইল: reza@coastbd.org*